বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

বহিঃখাত, মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার মান

অক্টোবর, ২০১৭

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার

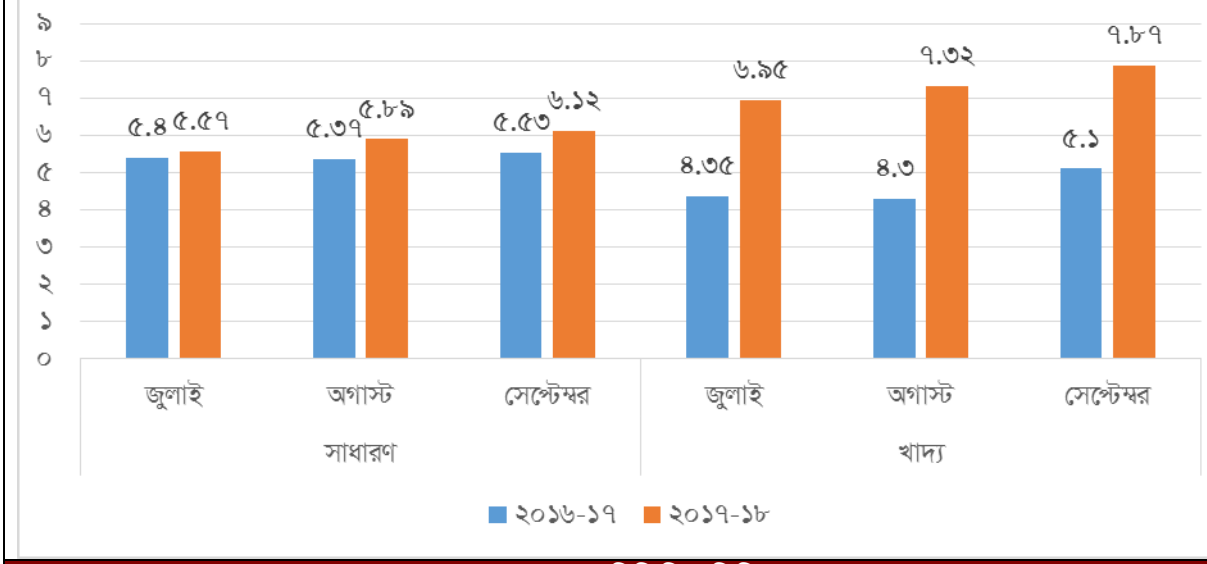

লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতি (মিলিয়ন ডলারে)

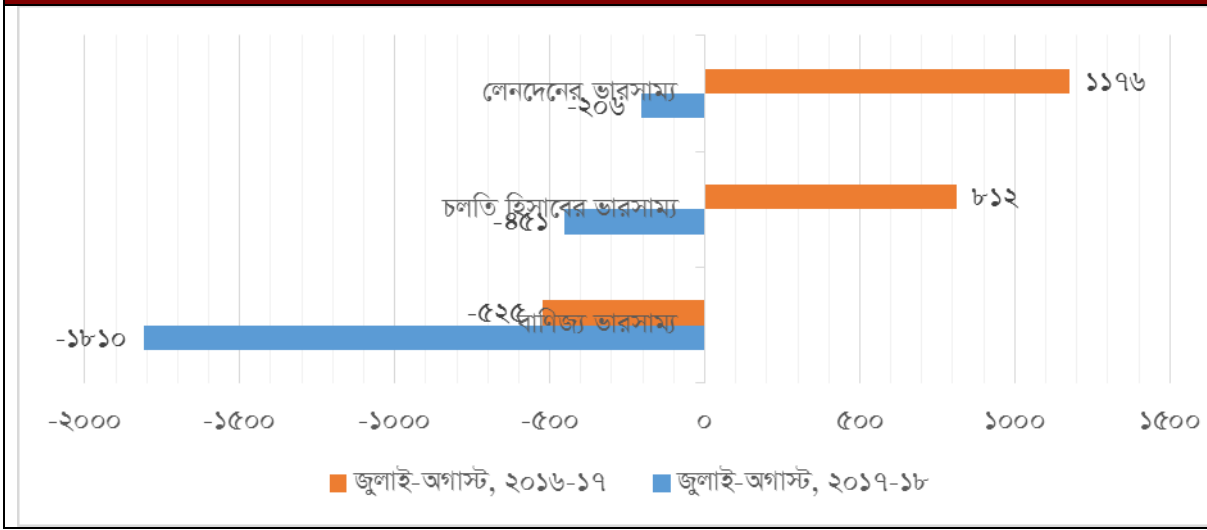

উৎসঃ উন্নয়ন অন্বেষণ, *'বহিঃখাত, মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার মান'*, অক্টোবর, ২০১৭

রপ্তানির তুলনায় আমদানির বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্যের অধিকতর বৃদ্ধি আরও মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করে ইতিমধ্যে ব্যয়ভারে আক্রান্ড় জীবনযাত্রার উপর বিপ্রতীপ প্রভাব ফেলতে পারে।

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ' এর মাসিক প্রকাশনা 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' ২০১৭ এর অক্টোবর সংখ্যায় এই আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বিশেণ্ডষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রক্ষেপণ করে যে দ্রব্যমূল্য স্থিরকরণের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হলে বর্তমান অর্থবছর শেষে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ৯.৪ শতাংশে বৃদ্ধি পেতে পারে।

তদুপরি খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস, প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়ার প্রবণতা ও কর্মসংস্থানের অভাব একদিকে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উপর প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে দেশের সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করতে পারে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মন্ড়ব্য করে।

অর্থনীতিতে উৎপাদনযোগ্য সম্পদ ও উদ্যোক্তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির উপর গুর"ত্ব আরোপ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' স্বল্পমেয়াদে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীলকরণ এবং মধ্যমমেয়াদে অর্জনমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল গ্রহণের সুপারিশ করে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভোগ্যপণ্য বিশেষ করে চাল আমদানির জন্য প্রত্যয় পত্র বা লেটার অব ক্রেডিট (এলসি) খোলা বা নিস্পত্তির হার ব্যপক বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম দুই মাস অর্থাৎ জুলাই-অগাস্ট, ২০১৭ সময়ে ভোগ্যপণ্য আমদানির জন্য নতুন এলসি খোলা, নিস্পত্তিকরণ ও অনিস্পন্ন এলসির পরিমাণ গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ৭৪.২৭, ৭৭.১৪ ও ৪১.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে বর্তমান অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে খাদ্য ও সাধারণ মূল্যস্ফীতি যথাক্রমে ৭.৮৭ ও ৬.১২ শতাংশ হয়েছে, যা জুলাই ২০১৬ এর পর থেকে মাসিক মূল্যস্ফীতির হারের মধ্যে সর্বোচ্চ। তুলনামূলক বিশেণ্ডষণে দেখা যায় যে ২০১৭ এর জুলাই, অগাস্ট ও সেপ্টেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার যথাক্রমে ৬.৯৫, ৭.৩২ ও ৭.৮৭ শতাংশ হয় যা ২০১৬ এর একই সময়ে যথাক্রমে মাত্র ৪.৩৫, ৪.৩০ ও ৫.১০ শতাংশ ছিল।

তৈরি পোশাকখাতের উপর রপ্তানি আয়ের ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান অর্থবছরের অগাস্ট মাসের তুলনায় সেপ্টেম্বর মাসে রপ্তানি আয় ৮.৬৭ শতাংশ হ্রাস পায়। সেপ্টেম্বর ২০১৭ এ রপ্তানি আয় ২.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়, যা পূর্বের দুই মাসের তুলনায় কম।

বর্তমান অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে প্রকৃত আয় ২৬.৭২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা অর্থবছর শেষে রাজস্ব আয়ের মোট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার আশংকা প্রকাশ করে। তদুপরি, ক্রমবর্ধমান তৈরি পোশাক রপ্তানি নির্ভরতার পাশাপাশি রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের ও রপ্তানি পণ্যে বিচিত্রতার অভাব বহিঃখাতের সার্বিক কর্মদক্ষতাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করতে পারে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মন্ড়ব্য করে।

বর্তমান অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৮৫৩.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয় যা অগাস্ট ২০১৭ এর তুলনায় ৩৯.৮২ শতাংশ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় ১৯.২০ শতাংশ কম। বার্ষিক হিসাবে দেখা যায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৪.৪৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১২৭৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়।

রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস ও মূল্যস্ফীতির সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' সতর্ক করে। রেমিট্যান্স নির্ভর গ্রামীণ পরিবারগুলোর আয়ের একটি বড় অংশ ভোগ,

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়। ফলে ক্রমহ্রাসমান রেমিট্যান্স প্রবাহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টির মাধ্যমে মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ড় করতে পারে। টাকা স্থানান্ড়রের অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও কূটনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির উপর গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ গুর"ত্ব আরোপ করে।

সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস, মোট আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক ও সেবাখাত থেকে আয়ের হ্রাসমান প্রবণতার ফলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-অগাস্ট সময়ে চলতি হিসাবে ৪৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা দেয় যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে ৮১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। ফলে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যেও ২০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় যেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ে ১১৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল।